আমি তাঁকে দেখলাম তাঁর শব্দের ভিতর দিয়ে

জয় গোস্বামী

লিখিত শব্দই, লেখকের, প্রথম ও শেষ পরিচয়। এই প্রথম ও শেষের মাঝখানে যত ঘটনা ঘটে, তারা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে কুৎসা বা কীর্তিগাথা রূপে। একসময় কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়। শক্তির কবিতা চিরকাল প্রবলভাবে সংকেত করেছে। বারংবার শব্দকে উৎক্ষেপ করেছে সীমাহীনতায়। মুক্তি দিয়েছে, স্বাধীন করেছে তার অর্থকে। যেকোনো পাঠকের জন্য স্বাধীন।

সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আমি কখনো দেখিনি তাঁর মধ্যরাত্রে কলকাতা শাসন করতেন। দেখিনি তাঁর বিখ্যাতঅজস্র ম াতলামির একটিও ঘটনা। দেখিনি ফুটপাতে তাঁর শুয়ে পড়া, বা শুয়ে আকাশে তাকানো। শুনেছি অনেক। শুনেছি কীভাবে তিনি নিদ্দেশ যেতেন। শুনেছি টিলা থেকে তাঁর ঝাঁপ। শুনেছি, কীভাবে তৃতীয় প্রহর রাত্রে, লাল দোতলা বাস, তাঁর কবিত ার প্লাতেরোর মতন, শক্তিকে পৌঁছে দিতে এসেছিল বাড়ির দরজায়। কিন্তু যথেচ্ছাচারের কাছে কীভাবে নিজেকে সঁপেছিলেন শক্তি, তা কখনো চাক্ষুষ করিনি। এবং করিনি যে, তা জেনে, এক অগ্রজ খেদ করেছিলেন, এঃ, তবে তো তুমি শক্তিকে কিছুই চেনো না। শহরে বসে সুন্দরবনের গল্প শুনে কি বাঘকে চেনা যায় ?

ঠিক, চিনিনি কিছুই। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সামান্য মুখোমুখি জানাশোনা সকালের অফিস চত্বরে। দুবার জন্মদিনের বিকেলে, তাঁর গৃহে। যখন তিনি একফোঁটাও পান করে নেই। যখন তাঁর সহাস্য সহৃদয় স্নেহশীলতার মধ্যে--- গতরাত্রে বা গতজীবনের উদ্দাম তোলপাড়ে সেইসব বিখ্যাত চিহ্ন উপস্থিত নয়।

সে হল এক আশীর্বাদ, আমার কাছে, যে এই এলোমেলো জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে দেখলাম না। আ মি তাঁকে দেখলাম তাঁর শব্দের ভিতর দিয়ে। কেননা, লিখিত শব্দই, লেখকের, প্রথম ও শেষ পরিচয়। এই প্রথম ও শেষের মাঝখানে যত ঘটনা ঘটে, তারা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে কুৎসা বা কীর্তিগাথা রূপে এক সময় কিংবদন্দিতে রূপান্তরিত হয়। আরও পুরোনো হলে, সেই কিংবদন্তিতে উড়ে যায় ধুলোয় এই রৌদ্র, হাওয়া, এই নিশ্চিন্তপাগল ধুলোবালি। শুধু এই লেখা বা ধুলোবালি ছড়িয়ে পড়ে আমার বা যেকোনো পাঠকের জীবনের বাহিরে ভিতরে।
আমি বার বার নীরব রইলাম, শক্তিকে খালাসিটোলায় যে না দেখেছে সে শক্তিকে বুঝবে কী করে, এ কথার সামনে আমি বার বার নীরব রইলাম। শক্তির মৃত্যুর ঠিক পরে, সন্ধ্যার শ্মশান থেকে পরবর্তী দিনগুলিতে আমি বার বার শুনলাম, শক্তির অতি-উদ্ধৃত, অতি - প্রচলিত, অতি ব্যবহৃত কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট পঙ্‌ক্তির মুহুর্মুহু উচচারণ অনুরাগীদের শোকাকুল কণ্ঠে--- যে কাব্যস্মরণ কিছু দিনের মধ্যেই ঘুরে যাচ্ছে কবিতা ছেড়ে শক্তির আরও অনেক উদ্ভট, আজব, অপ্রত্যাশিত মুশকিলে পড়ার ও মুশকিলে ফেলার জবরদস্ত কাহিনিতে। গানোন্মত্ত কাহিনিতে। সেই অনুরাগীদের সত্য হাহাকার ও শে াক মধ্যেই ঘুরে যাচ্ছে কবিতা ছেড়ে শক্তির আরও অনেক উদ্ভট, আজব, অপ্রত্যাশিত মুশকিলে পড়ার ও মুশকিলেফেলার জবরদস্ত কাহিনিতে পানোন্মত্ত কাহিনিতে। সেই অনুরাগীদের সত্য হাহাকার ও শোক, শেষ পর্যায়ে মদের গেলাসে আবার

আর একবার ডুবে যাওয়া থেকে নিজেদের ওঠাতে পারছে না। যেমন থেকে নিজেদের ওঠাতে পারছে না। যেমন আজও, এই কবি কবিসম্মেলনমুখর কলকাতা শহরের শতকরা ৮০ ভাগ কাব্যপাঠ উৎসব শেষ হয় পানাশালায় পৌঁছে বা ব্যক্তিগত পানশালা রচনা করে। যদিও এ কথা সত্য, সেইসব পানোৎসব বাংলা কাব্যে আর একটিও শক্তি চট্টোপাধ্যায় উপহার দিতে পারে না।

এমনকী, মৃত্যুর পরে তাঁর সম্বন্ধে লিখিত আলোচনাতেও, দু-তিনটি মাত্র শ্রদ্ধেয় ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রায়ই লম্বা ছায়াফেলে র াখে শক্তির জীবনকথা। যে জীবনকথার অতি - উত্থাপন, শক্তির কবিতাকে শুধুই শক্তির ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিতে চ ায়। পাঠকের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে তার সঙ্গে যুক্ত হতে যেন বাধা দেয়। দূরে ঠেলে রাখে। সংকেতের দূরগামিতা হ্রাস করে। কবিতার অর্থ ক্ষীণতর হয়। কেননা শক্তির কবিতা চিরকাল প্রবলভাবে সংকেত করেছে। বাচ্যার্থের গণ্ডি থেকে বারংবার শব্দকে উৎক্ষেপ করেছে সীমাহীনতায়। মুক্তি দিয়েছে, স্বাধীন করেছে তার অর্থকে। যেকোনো পাঠকের জন্য স্বাধীন। তোমার জীবন অভিজ্ঞতা দিয়েই তুমি ধরতে পারবে শক্তির কবিতাকে, তার জন্য শক্তির মতো জীবনযাপনের দরকার হবে না। শক্তির কবিতা শুধু আজকের দিনের জন্য নয়, যেকোনো দিনের জন্য ।সাময়িক প্রসঙ্গের উত্তেজনা ফুরোলে, শক্তির কবিত ার গভীরতা কমে না।

বহু দিন ধরে কবিতার মধ্যে সেইখানেই শক্তি মহৎ কবি। সংকেত করার ক্ষমতাকে বহু দিন ধরে কবিতার মধ্যে সঞ্চিত করে রাখতে পারেন বলেই তিনি বড়ো। দিন, কাল, জীবন এবং বয়স পালটে পালটে গেলেও তাঁর কবিতা নতুন নতুন অর্থ উদ্‌ঘাটন করে তাঁর পাঠকের কাছে। এ জন্যই শক্তি শুধুমাত্র চমৎকার, শুধুমাত্র দুর্দান্ত, বা শুধুমাত্র বেপরোয়া ভাঙাগড়ার ছন্দরত্নাকর নন। এ পরিচয় তাঁর অনেক দিন চলেছে।

এ পরিচয়ের কিছু বাস্তব কারণও আছে। একজন মানুষকে তুমি চোখের সামনে দেখছ। কাছ থেকে দেখছ। তার হাঁটাচলা, কথা বলা, সম্পর্ক গড়া, সম্পর্ক ভাঙা, তার ভালো ব্যবহার, খারাপ ব্যবহার, সবই তোমার মধ্যে ছাপ ফেলছে। সেই প্রভ াব সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলে, মনকে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বাইরে এনে কবিতাটা পড়তে পারবে, তানা - ও হতে পারে। ন া-হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মুখে তুমি যতই নিরপেক্ষ বা নৈর্ব্যক্তিক বলে দাবি করো নিজেকে,কিন্তু তোমারও কি একটা অহং নেই ? আছেই তো ! কারও ভালো ব্যবহার বা খারাপ ব্যবহার তোমার অহংকে তুষ্টবা অহং তার প্রভাব বিস্তার করবে তোমার ওপর তোমার মতামত চলাফেরা করবে সেই অনুযায়ী। তুমি তার কবিতাকে শিরোধার্য করবে বা উড়িয়ে দেবে সেই প্রভাবে। সেইজন্যই জীবৎকাল পার হওয়ার পর একজন কবির ঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। যখন এইসব ঝড় ক্ষীণ।

শক্তির ক্ষেত্রেও এইরকম হয়েছিল। বেপরোয়া স্পষ্টবাক শক্তি লিখেছিলেন, এত কবি কেন? তারপর ঝড় উঠেছিলচা রিদিকে শক্তি তখন ক্লান্ত, কিছু অবসন্ন। কিন্তু গণ্য করেননি সেই ঝড়কে। নিজের মনের কথা বলেছেন তার পরেও, স্পষ্ট করেই। এ কথা সবারই জানা যে, মনের কথা বলবে বলেই একজন লেখক লিখতে আসে । কিন্তু কিছুদিনপরেই সেই লেখক ভাবতে থাকে, আমি যদি মনের কথা বলি, তাতে অন্য কেউ মনঃক্ষুণ্ণ হবে না তো ? এইখানেই লেখক স্বাধীনতা হার ায়। এবং কাউকে না রাগিয়ে নির্বিরোধী কথা বলার অভ্যাস রপ্ত করে নেয়।

শক্তি সেই অভ্যাস করলেন না। আবারও লিখে দিলেন, নতুন কবিদের কেউ তাঁর কাছে এলে শক্তি তাঁদের বলেন, শেক্সপিয়রের সনেট অনুবাদ করে এনে দেখাও। পরে তোমার নিজের কবিতা দেখব। সে কথা শুনে যারা চলে যায় তারা আর ফিরে আসে না। এই মর্মে দুঃখ করলেন শক্তি।

তাঁর মৃত্যুর আট - বছর পরে একটি ফাল্গুন দুপুরে, আমি অবাক হয়ে দেখলাম এক হিন্দিভাষী মানুষকে ; যাঁর ব্যাগেখাত

াভরতি শক্তির কবিতা। দেবনাগরী স্ক্রিপ্টে, প্রথমে লেখা আছে বাংলা কবিতাটি। তারপর ইংরেজি তর্জমা। শেষে হিন্দি অনুবাদ। বললাম, অনুবাদের বই বার করবেন বুঝি? তিনি বললেন, না তো! শক্তিকে বুঝতে চাই, তাই দুটি ভাষায় অনুব াদ করে পড়ছি। এই মানুষটি, বসন্ত ংতা, শক্তিকে সে ভাবে চিনতেন না।

বাঙালি তণ কবিরা অবশ্য শক্তির শেক্সপিয়র অনুবাদের হোমটাস্ক পেয়ে অভিমান করেছিলেন। উঠেছিল নানা কথার ঘূর্ণি। আবার তা মিলিয়েও গিয়েছিল ভালোবাসাতেই।

ভালোবাসলেই অভিমান সম্ভব। ঠিক। তবু অভিমানের আলোআঁধারে তুমি হয়তো খেয়াল করে দেখোনি, যে কবি অনেক সময়ই ছদ্মবেশ ধরে ঘুরে রেড়ায় হান-অল-রশিদের মতোই। মাতালের ছদ্মবেশে রাস্তায় পড়ে ঘুমোয়। জঙ্গলে পালায়। নিজেই একটা হইচই হয়ে যেকোনো হল্লাগুল্লার মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে পড়ে। তুমি তাকে ধরতে পারো না। এতসব কাণ্ডকারখ ানার আড়ালে সে আসলে লুকিয়ে রাখে নিজের অন্তঃসার। কবিত্বটুকু। ওইটে হারালেই যে তার সব গেল!

সেই সমাজে আমরা রয়েছি এখন যে-সমাজে সবচেয়ে দ্রুত ক্ষয় হয় অন্তঃসারের। দ্রুত স্বীকৃতি, পুরস্কারের উষ্ণীষ, সভ ামঞ্চের পুষ্পস্তবক, সংবর্ধনার শাল-আলোয়ান উপর্যুপরি জমতে জমতে ঢেকে ফেলতে থাকে, মেরে ফেলতে থাকে ভেতরের বালকটিকে। কবিত্বকে। পেতে পেতে এমনই অভ্যাস হয় যে মনে হয় আমি এর যোগ্য। নিজের সম্পর্কে ভুল বিশ্বাস তৈরি হয়। না -পেলে ক্ষোভ হয়। ভুল ক্ষোভ।

পাগলা যেমন তার পাগলামিটুকু দীর্ঘদিন ধরে শান্ত এক পাগল থাকে উন্মাদ আশ্রমে। তার ঘরে একটা জল রাখার কুঁজো, গেলাস। তার ঘরে চেয়ারআর খাট একটা। অনেক দিন তাকে বাড়ি থেকে দেখতে আসে না কেউ। একদিন, হাসপ াতালের কর্মী চেয়ারটি একটু মেরামতের জন্য ঘর থেকে বার করতে যেতেই হিংস্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সেই শান্ত উন্মাদ। ক ারণ কী?

সাংঘাতিক সেই কারণ। যে-ডাক্তার বন্ধুর কাছে শুনছিলাম এই গল্প তিনি বললেন, জলের কুঁজো, খাট আর চেয়ারকে সে নিজের প্রপার্টি ভাবতে শু করেছে এত দিনে। তাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। সে ভুলে গেছে ওগুলো হাসপাতালের সম্পত্তি।

ওই পাগল যেমন তার পাগলামিটুকু নিয়ে এসেছে, উন্মাদ আশ্রমে, এই সমাজে কবিরও আছে শুধু তার কবিত্বটুকু। পুরস্ক ার আর পুষ্পস্তবক, সভামঞ্চ আর মালা, ---ওই জলের কুঁজো আর চেয়ারের মতোই। সমাজের সম্পত্তি। কবিতাকে নিজের সম্পত্তি ভাববেন কেন? কবি তো আর পাগল নন !

শক্তি ভাবেননি। সারাজীবন তাঁর কবিতা সৌন্দর্যের উপাসনা করেছে। জীবনের স্বাভাবিক সব অপরাহ্বেলা মেনে নিয়েছে। ক্ষয়, অবসানের মধ্যে দিয়ে গেছে। কিন্তু নিঃস্ব হয়নি কখনো। আপাতসরল কবিতাগুলি যাওয়ার পথে কত গোপন মীড়, খোঁচ, কত নিভৃত সুরবিস্তার রেখে রেখে গেছে। যেভাবে জানকী বনপথে ফেলতে ফেলতে গেছেন তাঁর অলংকার। কেউ এসে পথ চিনে নেবে বলে। সেই রকমই শক্তির শেষজীবনের কবিতায় বিকেলের শেষ আলো এসে পড়েছিল। আমরা দেখিনি। পুরিয়া ধানেশ্রী ম্লান, সুদূর, আকাশরং তাঁর শেষ বইগুলিতে ছড়িয়ে রইল। আজ তাঁর জন্মদিন। আমাদের সেই আকাশ চিনে নিতে আর কত দেরি?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com